ঢাকা কমিক্স
৳৫০
Rated
E
EVERYONE
JUM-1
Tk 50
DHAKA COMICS
জুম
১
নবীন সিরিজ
আঁকা ও লেখা :
সব্যসাচী চাকমা

গল্প ও আঁকা : সব্যসাচী চাকমা

স্ক্যান ও এডিট :

মোঃ আশিকুর রহমান

প্রচ্ছদ : মেহেদী হক
টাইটেল ক্যালিগ্রাফি : মাহাতাব রশীদ

ISBN 978-984-93499-5-2

ভূমিকা

ঢাকা কমিক্সের 'নবীন সিরিজ' থেকে এবারে বের হল 'জুম-১'। এর আগে নবীন সিরিজের থেকে বের হওয়া ইব্রাহীম সিরিজের বই দুটি পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। তার মানে এক বছর আগে শুরু করা আমাদের এই তরুন-নবীন আঁকিয়েদের জন্যে করা সিরিজটা সফল! *জুম* কমিক্সটির আঁকিয়ে কাম লেখক সব্যসাচী চাকমা সম্পর্কে যেটা বলার আছে সেটা হল এইখানে সে একেবারেই নিজের মত করে তার গল্পটা বলেছে। প্রেক্ষাপট হিসেবে এসেছে রাঙামাটির তবলছড়ি, এসেছে আমাদের এই এলাকার আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে বেড়ে ওঠা একেবারেই আমাদের নিজস্ব এক নায়কের গল্প। কাহিনির ধারনা দিয়ে পড়ার মজাটা আগেই কমিয়ে না দিয়ে এই দারুন গল্পটায় পাঠকদের স্বাগতম জানানো যাক, আর সেই সাথে জানানো যাক অনেক ধন্যবাদ, নবীন আঁকিয়েদের কমিক্স কিনে তাদেরকে উৎসাহ দেবার জন্যে। সবাইকে বসন্তের শুভেচ্ছা।

মেহেদী হক

প্রকাশক ও সম্পাদক, ঢাকা কমিক্স

ফাল্গুন, ১৪২৪

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলার মধ্যে
একটি। এ জেলায় যেমন পাহাড়
রয়েছে, তেমন বিশাল অংশের এক
বনভূমি রয়েছে। রয়েছে কর্ণফুলী
নদী। আদিবাসী ছাড়াও এখানে
সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে।
সাধারনত কোন ধরনের সহিংসতা
চোখে পড়ে না এ জেলায়।

আশিক

মামা একদিন গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসজীবন বেছে নিলেন। আমরা যাদেরকে বলি 'ভিক্ষু'।

মামা বাড়ির কাছেই কোন এক বৌদ্ধমন্দিরে সন্ন্যাসজীবন শুরু করলেন। আর চিত্ত (মন) শুদ্ধিকরণে রত হলেন। যেহেতু মন্দির খুব কাছেই...
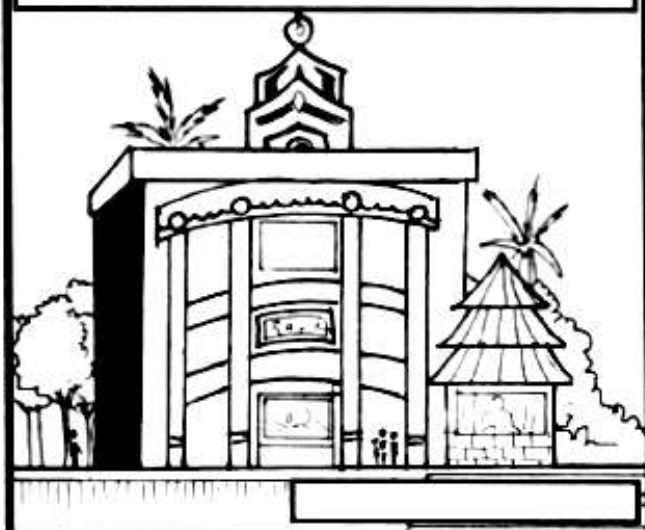
আমি যেকোন সময় মামার কাছে চলে যেতাম। তবে তিনি আগের মত তেমন সময় দিতে পারতেন না।

তবে মামা আমাকে ধ্যান করা শেখানো শুরু করলেন। নিজের চিত্তকে সংযত রেখেই এ চর্চা করা হয়। তবে আমার মত অল্পবয়সীর ক্ষেত্রে তা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। তবে আয়ত্তে আনতে পারলে নাকি বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়।

ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মামাকে জোড় করতাম। এভাবেই-

- পুরো চারটা বছর পার করলাম।

তেমন কোন ফল পেলাম না।

একদিন-
কাজটা ভাল করলে না।

মামা, লোকটা কে?

কেউ না।

মামা কী যেন একটা লুকাচ্ছিল-

পরদিন ভোরে-

মামা চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

ঠিক এর পরেরদিন, বাবা জানতে পারেন যে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন।

আমি বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম। দৌড়াচ্ছি, আর কাঁদছি।
মামার মৃত্যু আমি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না।

BIKE

হঠাৎ পাথরে হোঁচট খেলাম-

আর তারপর...
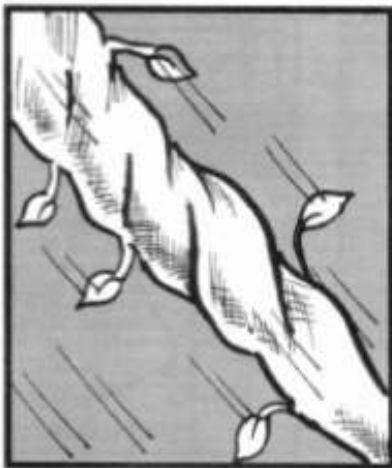
আমি অবাক হয়ে গেলাম যে,
আমি বেঁচে আছি?

প্রথমে ভাবলাম মনের ভুল। পরে বুঝতে পারলাম সত্যি সত্যিই একটা গাছের ডাল নিজে থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। তাহলে কি আমি সফল? আমাদের এত বছরের সাধনা কি তাহলে ব্যর্থ ছিল না?

কিন্তু আমাকে না বাঁচিয়ে গাছটাকেন মামাকে বাঁচালো না??
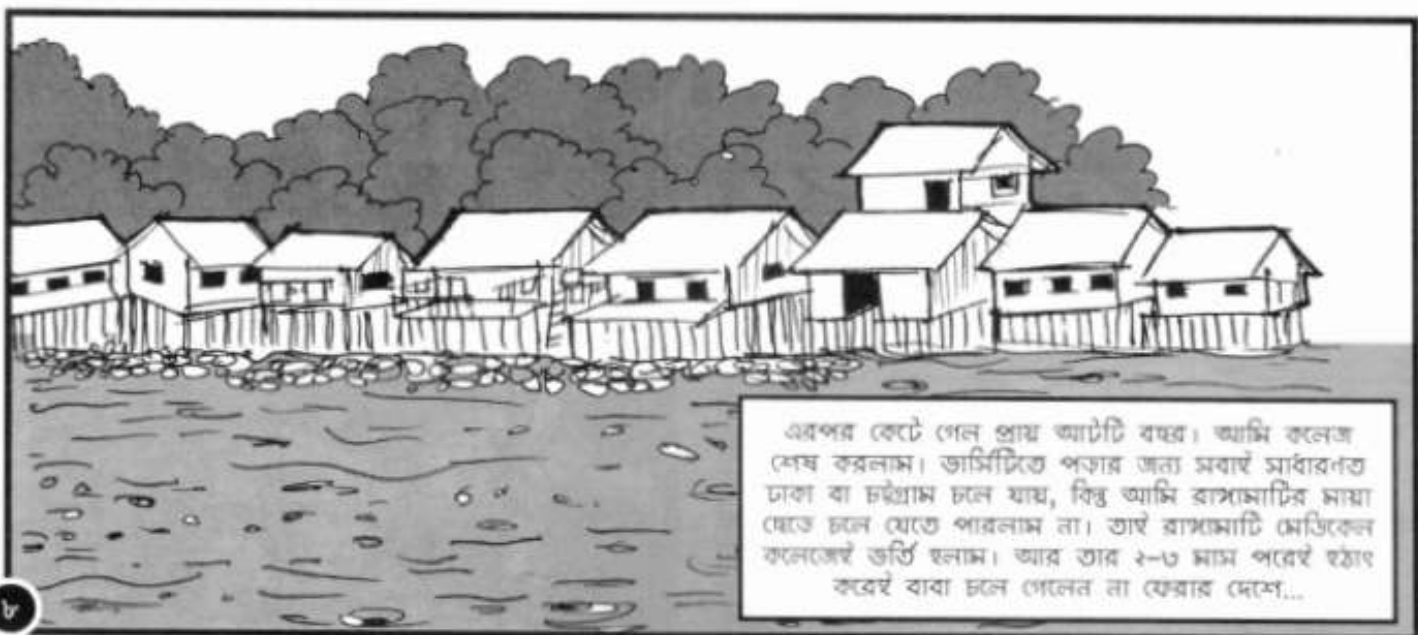
এরপর কেটে গেল প্রায় আটটি বছর। আমি কলেজ শেষ করলাম। ভার্সিটিতে পড়ার জন্য সবাই সাধারণত ঢাকা বা চট্টগ্রাম চলে যায়, কিন্তু আমি রাঙ্গামাটির মায়া থেকে চলে যেতে পারলাম না। তাই রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজেই ভর্তি হলাম। আর তার ২–৩ মাস পরেই হঠাৎ করেই বাবা চলে গেলেন না ফেরার দেশে...

আর আমার সময় কাটতে লাগল গাছের সাথে। তাদের ভাষা যেন আমি বুঝতাম। আর সেই ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আমি মানুষের উপকার শুরু করলাম।

বাবা, আমার ওষুধটা?

চিন্তা করবেন না। আমি ব্যবস্থা করছি চাচা।

বাড়ির পাশেই কিছু জমি ছিল। সেখানেই গড়ে তুললাম আমার ভেষজ উদ্ভিদের বাগান।

আমার ক্ষমতাকে কাজে লাগালাম। যেকোন গাছ ধরলেই আমি বুঝতে পারতাম তার গুনাগুন।

আর সেগুলোকে গুঁড়ো করে তৈরী করতাম ওষুধ। আর চলতে লাগল আমার উপার্জন।

ভেষজ চিকিৎসা করে উপার্জন ভালই চলছিল। তবে ক্ষমতার ব্যাপারটা মা'র কাছে গোপন রাখি।

একদিন। বনরূপা বাজারে-

দ্রুতগতিতে একটা গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল এক বৃদ্ধ লোকের দিকে–

কিছু একটা না করলে...

সরে যান। ব্রেক নষ্ট।

লোকটাকে বাঁচানো যেত না।

সবাই আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

তাই দ্রুত পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে।
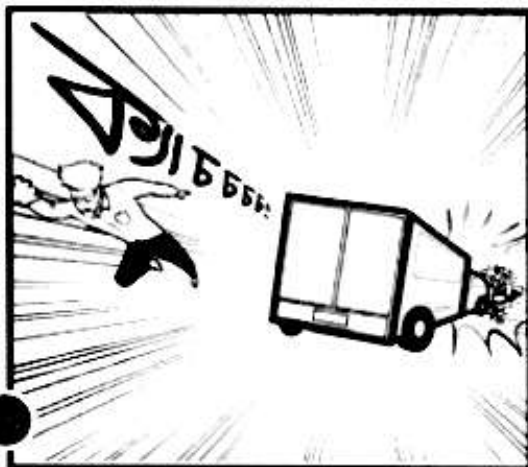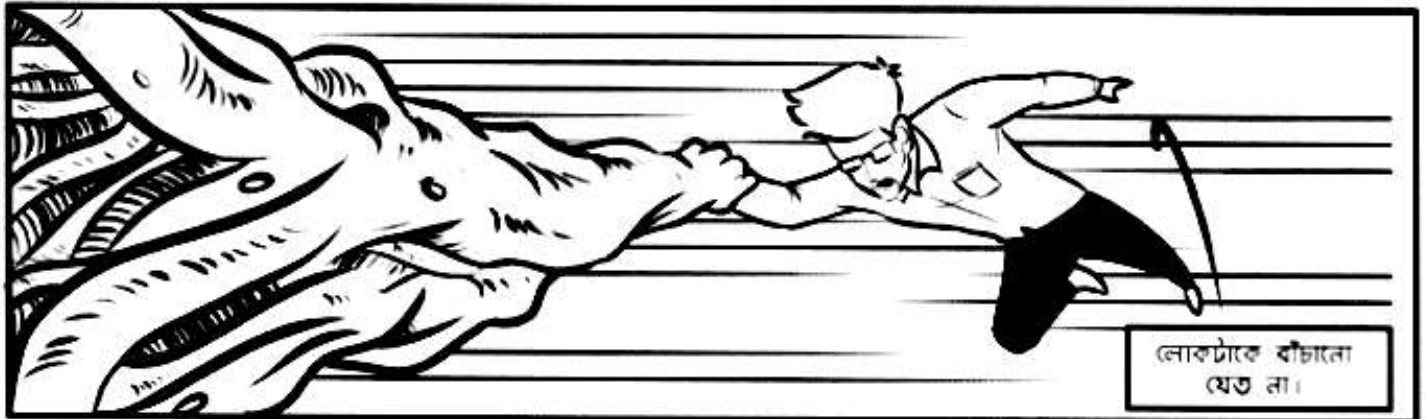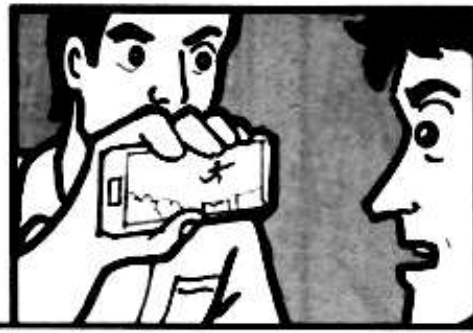
কেউ আমার সেই ভিডিও ছড়িয়ে দিল ইউটিউবে। ভাইরাল হয়ে গেল সেটি। আমাকে নিয়ে আলোচনা হতে লাগল টিভি-চ্যানেলে। আমার স্থান হয়ে গেল আরবান লিজেন্ডে। আমার নাম দেয়া হল বৃক্ষমানব।

হা হা হা। অবাক হচ্ছ?
আমি তোমার সম্বন্ধে সবকিছুই জানি।

আমার সাথে দেখা করার জন্য ঝগড়াবিলের ব্রিজে চলে আস। তা না হলে তোমার পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে।

কাউকেই তো দেখছি না।

বোধহয় কেউ মজা করছে।

কেমন আছ, জুমো?

আ... আমাকে চেন কিভাবে? কী চাও?

আমি চাই.... তোমার ক্ষমতা।

আমি ফ্লুনো। আমাদের বস তোমার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ। তিনি তোমাকে দলে নিতে চাচ্ছেন। আমাদের শক্তি ব্যবহার করে এ বিশ্বকে আমরা হাতের মুঠোয় আনতে পারব। তো তুমি রাজী তো?

সরি। তুমি ভুল জায়গায় এসেছ। আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। চলি।

হা হা হা!!

একদম তোমার মামার মত।

তাই বসের আদেশে তাকে শেষ করে দিই আমি।

তুমি অনেক বুদ্ধিমান। তাই চাই না তোমার ক্ষেত্রেও তা ঘটুক। তাই রাজী হয়ে যাও।

তুমি আমার মামাকে খুন করেছ??

তোমাকে আমি শেষ করে ফেলব!!

টররর!!
ঢুশ!!
আ আ আ!!
দুম!!
উফ। ও বেশ শক্তিশালী দেখছি। তবে আমিও ছাড়ছি না।

এবার তাহলে আসল খেলা শুরু হয়ে যাক, জুমো।
দাবানল!!
আ আ আ আ !!

আ...আমার হাত।

খেলা তো কেবল শুরু।
লাজা

আ আ আ.

এখন সময় আছে, রাজী হয়ে যাও জুমো।

অত সহজে জুমো হার মানে না।

হুম। বুঝেছি। সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না।

তাহলে মৃত্যুর আগে দেখে নাও আমার আসল ক্ষমতা।

উল্কা
বিদায়,
জুলো।

তোমাকে আগেই বলেছি। অত সহজে আমি হার মানব না। তোমার এই উল্কা আমি আটকাবই। যে করেই হোক।
কড়ড়ড়
ওহো না। উল্কা আমার গাছটাকে ভেঙে ফেলছে।
কখনোই না....

জগতের কোন কিছুই অসম্ভব নয়। চেষ্টা করলে সবই সম্ভব।
আমি যেহেতু এটা আটকাতে পারছি না, তাহলে এর দিক পরিবর্তন করে দেই।

টররর!!

সাঁই!!
ইট মারলে, পাটকেল খেতে হয়।

না। এ অসম্ভব.... আ আ আ আ আ!!!

আ আ আ!!
বিদায়, মুলো।

আ... আমি পেরেছি, মামা। তোমার হত্যাকারীকে শেষ করতে পেরেছি।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন থাকবে এই ক্ষমতা। সবাই ভাবে ক্ষমতা পাওয়া অনেক বড় কিছু। কিন্তু আমি জানি, এটা অভিশাপ ছাড়া কিছুই নয়। যার জন্য চলে যেতে হল আমার মামাকে। আমি চাই না, এই অভিশাপ কারো জীবনে আসুক।

চমৎকার। একেই তো আমার চাই।

ঢাকা কমিক্স

বাংলাদেশী কমিক্স